সমকাল

25 MAY 2017

জেলেপাড়ায় জ্বলছে না শিক্ষার আলো

■ সাজিদা ইসলাম পারুল

সরেজমিন

বছিলা

শুয়ে-বসে দিন কাটে ১৩ বছর বয়সী পুষ্প রাজবংশীর। বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান হলেও আর্থিক টানাপড়েনে ষষ্ঠ শ্রেণির বেশি পড়ার সুযোগ হয়নি এই মেয়েশিশুটির। আজ হোক, কাল হোক বিয়ের পিঁড়িতেই বসতে হবে তাকে। যেমন বসতে হয়েছিল একই পাড়ার কঙ্কাবতী রাজবংশীকে ওই ১৩ বছরেই। তারও লেখাপড়া করা হয়নি। তবে ৩৫ বছর বয়সী কঙ্কাবতী এখন স্বপ্ন দেখেন, নিজের তিন মেয়েকে এসএসসি পর্যন্ত অবশ্যই পড়াবেন।

শুধু পুষ্প বা কঙ্কাবতী নয়, রাজধানীর হাজারীবাগ থানার বছিলার জেলেপাড়ার আরও অনেক মেয়েই অভাবের কারণে মাধ্যমিকে কিংবা তার আগেই ঝরে পড়ে বিদ্যালয় থেকে। আধুনিক ঢাকার বুকে এই একটি মাত্রই জেলেপল্লী– এখানকার সবার জীবন-জীবিকাই বুড়িগঙ্গা নদীকেন্দ্রিক। নদী শুধু নদী নয়, এই জেলে সম্প্রদায়ের মানুষজনের কাছে। তবে জেলেপাড়ার পূজার মা নন্দিতা বললেন, 'নদীতে মাছ নেই। তাই পূজার বাবা বেকার। এখন শরীরও তার সব সময় ভালো থাকে না। বাধ্য হয়ে অন্যের বাড়িতে কাজ করছি। আয় যা হয়, তা দিয়ে সংসার চলে না। পূজার স্কুলে যাওয়া তাই বন্ধ হয়ে গেছে।' অন্য সবারও একই অবস্থা। ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের আওতাভুক্ত এ পাড়াতে দু'জন বাদে প্রত্যেকটি মেয়ে ১৩ বছর হলেই বাল্যবিয়ের শিকার হয়।

অভিভাবকরা বলছেন, বছিলা প্রাইমারি স্কুলে তাদের সন্তানরা বিনা বেতনে পড়লেও উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ পায় না। তারা অভিযোগ করে বলেন, ঢাকা সিটি করপোরেশনের এলাকা বলে এ পাড়ার মেয়েরা উপবৃত্তিও পায় না। তাই এর পর অধিকাংশ মেয়েরই আর স্কুলে যাওয়া হয় না। এলাকার একেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাসিক বেতন ৩৫০ থেকে ৮০০ টাকা পর্যন্ত। এ ছাড়া এসব স্কুলে বাধ্যতামূলকভাবে কোচিংয়েও পড়তে হয়। এ অবস্থায় গ্রামের কারও বাড়িতে কাজ করার মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের প্রতিই বেশি জোর দেন তারা। তাদের মতে, 'আয় যাই হোক না কেন, দুবেলা ভাত তো জোটে।'

সরেজমিন জানা যায়, বুড়িগঙ্গা নদীর পাড় ঘেঁষে মাত্র দুই বিঘা জমির ওপর বসবাস করছে রাজধানীর একমাত্র জেলেপাড়ার প্রায় ৪০টি পরিবার। ১৯৯৫ সালের পর থেকে দুর্বিষহ এক পরিস্থিতি দেখা দেয় এখানে। চামড়া প্রক্রিয়াজাতকারী ট্যানারি থেকে নির্গত বর্জ্যে নদীর পানি দূষিত হতে থাকে। বেদখল হয়ে যেতে থাকে নদীর তীরবর্তী মাছের আস্তানাগুলো। দুর্ভাগ্য নেমে আসে জেলেদের জীবনে। বর্তমানে বছরে বর্ষায় অর্থাৎ মাত্র তিন মাস (মে থেকে জুলাই) তারা একটু ভালো থাকেন। বাকি ৯ মাস কাটে অর্ধাহারে-অনাহারে।

বছিলা পুরাতন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা পরিষদ কমিটির ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৬

জেলেপাড়ায় জ্বলছে না

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

সভাপতি মানিক হোসেন সমকালকে বলেন, 'বছিলা এলাকায় শৈশব-কৈশোর পার করেছি। শৈশবে এই জেলেদের দেখেছি প্রচুর মাছ ধরতে। দেখেছি হাসি-আনন্দে, বিভিন্ন উৎসবের মধ্য দিয়ে দিন পার করতে। কিন্তু এখন জেলেপাড়ার মানুষের অবস্থা খুবই নাজুক। ট্যানারির বর্জ্যে নদীর পানি দূষিত হয়ে গেছে। জেলেদের জীবিকার পথ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। শিক্ষিত না হওয়ায় অন্য পেশায়ও যেতে পারছেন না তারা।' তিনি বলেন, 'অভাবের কারণে ১০ বছরের আগেই জেলেরা ছেলেশিশুদের রঙমিস্ত্রি অথবা ইট ভাঙার শ্রমিকের কাজে পাঠান। বাধ্য হয়ে বাল্যবিয়েই দিতে হয় মেয়েদের।' তিনি জানান, প্রতি বছর জেলেপাড়ার গড়ে ১০ মেয়ে শিশু উচ্চ মাধ্যমিক থেকে ঝরে পড়ে। বছিলা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মোহাম্মদ মাহবুব জানান, এ স্কুলে ষষ্ঠ থেকে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের বেতন ৬০০ টাকা, অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ৮০০ টাকা ও নবম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের বেতন ১ হাজার টাকা। ভর্তির সময় দিতে হয় ৬০০ থেকে ১ হাজার টাকার মতো। ভালো ফল চাইলে বাধ্যতামূলক কোচিংয়ে পড়তে হয়। এ ক্ষেত্রে কোচিংয়ের মাসিক বেতন ৬০০ থেকে ৮০০ টাকা। এসব কারণে জেলেপাড়ার কয়েকটি সামান্য সচ্ছল ছাড়া অন্য পরিবারগুলোর ছেলেমেয়েরা লেখাপড়ায় আর এগোতে পারে না।

এ প্রসঙ্গে শিক্ষক ফারজানা আক্তার টিসু বলেন, 'চোখের সামনে মেয়েদের স্কুল থেকে ঝরে পড়তে দেখি, যা সত্যিই দুঃখজনক। অন্য শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বেতন নিলেও এ পাড়ার অনেক মেয়েশিশু আমার কাছে অর্থ ছাড়াই পড়ে। উচ্চ মাধ্যমিকেও যেন তারা পড়তে পারে, সে জন্য পাড়ায় গিয়ে অভিভাবকদের সঙ্গে কথাও বলি। কিন্তু বাস্তবে তা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না।' জেলেদের উন্নয়নে ও মেয়েদের শিক্ষা-দীক্ষা নিশ্চিত করার জন্য সরকার ও জনপ্রতিনিধিদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

জেলে সমাজের শতকরা ৯৫ ভাগ মানুষ এখনও নিরক্ষর। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তারা তাদের শিশুদের সরকারি বা বেসরকারি স্কুলে ভর্তি করতে পারছে না। তাই জেলে সম্প্রদায়ের উন্নয়নে বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী সমকালকে বলেন, 'বাংলাদেশের সংবিধানে শিক্ষা মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত হলেও এ দেশে নিরক্ষরতার হার এখনও কমেনি। রাজধানীতে শুধু জেলেপাড়ার শিশুরাই না, অসংখ্য পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী আছে। যারা শিক্ষাসেবা থেকে বঞ্চিত। তাদের শিক্ষা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। তবে রাষ্ট্র ব্যর্থ হলে সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে।' তিনি আরও বলেন, 'প্রাথমিক শিক্ষার পাশাপাশি উপ-আনুষ্ঠানিক, উপবৃত্তি দেওয়ার মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য সরকারকে বিশেষ ব্যবস্থা, বিশেষ পরিকল্পনা নেওয়া ও বাস্তবায়ন জরুরি।'

জেলেদের নিরন্তর সংগ্রাম : রাজধানী ঢাকার মধ্যে হলেও মহানগরীর নাগরিক জীবনযাপনের সুবিধা এই জেলেপাড়ায় খুঁজে পাওয়া মুশকিল। ছোট ছোট ঘরে বসবাস করে তারা। চলাচলের জন্য রয়েছে মাত্র দেড় হাত লম্বা-চওড়া গলিপথ। কোনো মুমূর্ষু রোগীকে তাৎক্ষণিকভাবে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার মতো রাস্তাও নেই। ফলে নৌকা দিয়ে নদী পেরিয়ে হাসপাতালে নিতে হয় রোগীকে। অভিভাবকদের জীবনযুদ্ধে এতই গলদঘর্ম হতে হয় যে, শিশুদের যত্নআত্তি নিতে পারেন না তারা। ছয় থেকে সাত বছর বয়স হলে শিশুরা নিজেরাই নিজেদের সব প্রয়োজনীয় কাজ করে। প্রস্তুতি নেয় বাবার হাত ধরে কর্মজীবনে ঝাঁপিয়ে পড়ার। অত্যন্ত দরিদ্র, অসহায় এই মানুষদের জীবনের, কোনো নিরাপত্তাই নেই।

উন্নয়ন সংস্থা আঁচল ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ সাইফুল আলম সমকালকে বলেন, 'জেলেপাড়ায় ৩৫ থেকে ৪০টি পরিবার রয়েছে। পরিবেশ স্বাস্থ্যকর না হওয়ায় প্রায় সময়ই এ পাড়ার মানুষজন বিভিন্ন রোগে ভোগেন।' তিনি জানান, ২০০০ সালের পর থেকে রায়েরবাজারের একমাত্র শ্মশান ঘাটটি স্থানীয়দের দখলে চলে যায়। ফলে এ পাড়ার মানুষজনের মৃত্যু হলে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হয় না– হিন্দু ধর্মাবলম্বী হলেও তাদের দাফন করা হয় নদীর আশপাশের চরে। জেলেপাড়ার মানুষের মৌল মানবিক চাহিদা পূরণে সরকারকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

এ প্রসঙ্গে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের অঞ্চল-৫-এর কর্মকর্তা এসএম আজিউর রহমান বলেন, 'দেশে এমন কোনো নদী নেই যেখানে ১২ মাস ধরে মাছ ধরা যায়। তা হলে জেলেপাড়ার মানুষজন কেন শুধু মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করবে?' বিদ্যালয়ের উপবৃত্তি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'ডিএনসিসি এ বিষয়ে অবগত নয়। মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস এই উপবৃত্তি দেয়।'

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং........................
তারিখ........................
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিস্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
স্বাক্ষর